বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট

আপীল বিভাগ

উপস্থিত:

বিচারপতি জনাব হাসান ফয়েজ সিদ্দিকী
-প্রধান বিচারপতি
বিচারপতি জনাব মোঃ নূরুজ্জামান
বিচারপতি জনাব ওবায়দুল হাসান
বিচারপতি জনাব বোরহানউদ্দিন
বিচারপতি জনাব এম. ইনায়েতুর রহিম
বিচারপতি জনাব কৃষ্ণা দেবনাথ

সিভিল রিভিউ পিটিশন নং – ২৭৭-২৮২/২০১৯

(সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং: ৩৬৯৬, ৩৬৯৪, ৩৭০০, ৩৭০৩, ৩৬৯৮ এবং ৩৬৯২/২০১৮ এ বিগত ১৫.০৪.২০১৯ খ্রি: তারিখে অত্র বিভাগ কর্তৃক ঘোষিত রায় এবং আদেশ হতে উদ্ভূত)

মোঃ গিয়াস উদ্দিন ভূইয়া	:	.....আবেদনকারী (সি.আর.পি. নং-২৭৭/২০১৯)
ইকবাল কবির চৌধুরী	:	.....আবেদনকারী (সি.আর.পি. নং-২৭৮/২০১৯)
মোঃ আনোয়ারুজ্জামান	:	.....আবেদনকারী (সি.আর.পি. নং-২৭৯/২০১৯)
মনির আহমেদ	:	.....আবেদনকারী (সি.আর.পি. নং-২৮০/২০১৯)
মোঃ বজলুর রশিদ আকন্দ	:	.....আবেদনকারী (সি.আর.পি. নং-২৮১/২০১৯)
মোঃ নুরুন্নবী ভূইয়া	:	.....আবেদনকারী (সি.আর.পি. নং-২৮২/২০১৯)

বনাম

সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা এবং অন্যান্য।	:	..................প্রতিবাদীগণ (সব সিভিল রিভিউ পিটিশনে)

আবেদনকারীগণ পক্ষে (সব সিভিল রিভিউ পিটিশনে)	:	জনাব মুরাদ রেজা, সিনিয়র অ্যাডভোকেট (সাথে জনাব মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল, অ্যাডভোকেট) জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড এর অনুরোধে।
প্রতিবাদীগণ পক্ষে (সব সিভিল রিভিউ পিটিশনে)	:	জনাব মোঃ বদরুল ইসলাম, অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড।
শুনানীরতারিখ	:	**০৭ এপ্রিল, ২০২২**

রায়

বিচারপতি বোরহানউদ্দিন : অত্র সিভিল রিভিউ পিটিশনগুলিতে অনুরূপ ঘটনার উপর ভিত্তি করে আইনের অভিন্ন প্রশ্ন জড়িত থাকায় সকল পিটিশনগুলি একত্রে শুনানির জন্য গ্রহন করা হল এবং এই রায় দ্বারা নিষ্পত্তি করার জন্য গ্রহন করা হল।

এই মামলাসমূহে আইনগত প্রশ্ন এই যে, পূর্ববর্তী বিধিমালা দ্বারা ইতোমধ্যে অর্জিত পদোন্নতি/জ্যেষ্ঠতার অধিকার চাকরি বিধিমালার পরবর্তী সংশোধনীর দ্বারা বাতিল করা যাবে কিনা। উল্লিখিত রিভিউ পিটিশনসমূহের প্রত্যেকটিতে আবেদনকারীরা প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের (পরবর্তীতে এ.এ.টি. হিসাব উল্লিখিত) রায় ও আদেশকে বহাল করে এই ডিভিশন কর্তৃক সিভিল পিটিশন ফর লীভ ট আপীল মামলায় প্রদত্ত আদেশের বৈধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে, যা নিম্নের সারণীতে বর্ণিত হয়েছে:

সারণী-১

সিভিল রিভিউ পিটিশন	**সি. পি. এল. এ নম্বরএবংআদেশেরতারিখ**	**এ. এ. টি আপীল নম্বর এবং রায়ের তারিখ**
সি.আর.পি. নং-২৭৭/২০১৯ মোঃ গিয়াস উদ্দিন ভূইয়া	সি. পি. এল. এ নম্বর. ৩৬৯৬-৩৬৯৭/২০১৮ তারিখ: ১৫.০৪.২০১৯	এ. এ. টি নম্বর . ১০৬/২০১৭ এ. এ. টি নম্বর .১৯২/২০১৭ তারিখ : ১৫.০৭.২০১৮
সি.আর.পি. নং-২৭৮/২০১৯ ইকবাল কবির চৌধুরী	সি. পি. এল. এ নম্বর. ৩৬৯৪-৩৬৯৫/২০১৮ তারিখ : ১৫.০৪.২০১৯	এ. এ. টি নম্বর .১০৪/২০১৭ এ. এ. টি নম্বর . ১৯৩/২০১৭ তারিখ : ১৫.০৭.২০১৮
সি.আর.পি. নং-২৭৯/২০১৯ মোঃ আনোয়ারুজ্জামান	সি. পি. এল. এ নম্বর. ৩৭০০-৩৭০১/২০১৮ তারিখ : ১৫.০৪.২০১৯	এ. এ. টি নম্বর .১৭৫/২০১৭ এ. এ. টি নম্বর . ১৯৯/২০১৭ তারিখ : ১৫.০৭.২০১৮
সি.আর.পি. নং-২৮০/২০১৯ মনির আহমেদ	সি. পি. এল. এ নম্বর. ৩৭০৩-৩৭০৪/২০১৮ তারিখ : ১৫.০৪.২০১৯	এ. এ. টি নম্বর .১৭৬/২০১৭ এ. এ. টি নম্বর . ১৯০/২০১৭ তারিখ : ১৫.০৭.২০১৮
সি.আর.পি. নং-২৮১/২০১৯ মোঃবজলুর রশিদ আকন্দ	সি. পি. এল. এ নম্বর. ৩৬৯৮-৩৬৯৯/২০১৮ তারিখ : ১৫.০৪.২০১৯	এ. এ. টি নম্বর .১৭৭/২০১৭ এ. এ. টি নম্বর . ১৯৪/২০১৭ তারিখ : ১৫.০৭.২০১৮
সি.আর.পি. নং-২৮২/২০১৯ মোঃনুরুন্নবী ভূইয়া	সি. পি. এল. এ নম্বর. ৩৬৯২-৩৬৯৩/২০১৮ তারিখ : ১৫.০৪.২০১৯	এ. এ. টি নম্বর .১০৫/২০১৭ এ. এ. টি নম্বর . ১৯১/২০১৭ তারিখ : ১৫.০৭.২০১৮

মামলাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে আবেদনকারীরা The Officers and Staff (Department of Prisons) Recruitment Rules, 1984 এর বিধানের অধীনে ডেপুটি জেলার এবং সহকারী জেলার (সি.আর.পি. নং-২৮১/২০১৯) হিসাবে নিযুক্ত হয়েছিলেন। Rules, 1984 এর বিধান অনুসারে ফিডার পোস্টে ০৫ বছর চাকরিকাল সম্পন্ন করার পরে আবেদনকারীরা জেলার পদে পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। আবেদনকারীরা যদিও জেলার পদে নিয়মিত পদোন্নতির জন্য যোগ্য ছিলেন, তথাপি তাদেরকে উক্ত পদের চলতি দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে তাদের জেলার পদে পদোন্নতি দেওয়া হলেও প্রাপ্যতার তারিখ থেকে তাদের জ্যেষ্ঠতা পুনরুদ্ধার করা হয়নি।

বিস্তারিত বিবরণ নিম্নলিখিত সারণীতে প্রদর্শন করা হল:

সারণী-২

আবেদনকারীদের নাম এবং সি. আর. পি নম্বর	**ডেপুটি জেলার পদে যোগদানের তারিখ**	**জেলার পদে পদোন্নতি প্রাপ্যতার তারিখ**	**জেলার পদে পদোন্নতির তারিখ**	সুপারিনটেনডেন্ট পদে **পদোন্নতি প্রাপ্যতার তারিখ**	সুপারিনটেনডেন্ট পদে **পদোন্নতির তারিখ**
মোঃ গিয়াস উদ্দিন ভূইয়া সি.আর.পি. নং-২৭৭/২০১৯	২৭.০২.১৯৯০	২৭.০২.১৯৯৫ (জেলার পদের চলতি দায়িত্ব প্রদান ২২.০২.১৯৯৮ ইং তারিখ)	১২.১২.২০০১	১২.১২.২০০৮ (সুপারিনটেনডেন্ট পদের চলতি দায়িত্ব প্রদান ২৩.১১.২০০৮ ইংতারিখ)	২২.১২.২০১২
ইকবাল কবির চৌধুরী সি.আর.পি. নং-২৭৮/২০১৯	১০.০৩.১৯৯০	১০.০৩.১৯৯৫ (জেলার পদের চলতি দায়িত্ব প্রদান ২২.০১.১৯৯৮ইং তারিখ)	১৩.০৬.২০০১	১৩.০৬.২০০৮ (সুপারিনটেনডেন্ট পদের চলতি দায়িত্ব প্রদান ২৩.১১.২০০৮ ইং তারিখ)	১৬.১১.২০১১
মোঃ আনোয়ারুজ্জামান সি.আর.পি. নং-২৭৯/২০১৯	১০.১০.১৯৯২	১০.১০.১৯৯৭ (জেলার পদের চলতি দায়িত্ব প্রদান ১৯.১০.১৯৯৯ ইং তারিখ এবং জেলার পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান ২৬.০৬.২০০০ ইং তারিখ)	২৫.০৫.২০০৪	২৫.০৫.২০১১ (সুপারিনটেনডেন্ট পদের চলতি দায়িত্ব প্রদান ১৬.০৭.২০০৯ ইং তারিখ)	২৩.০৯.২০১২
মনির আহমেদ সি.আর.পি. নং-২৮০/২০১৯	১০.০১.১৯৯৭	১০.০১.২০০২ (জেলার পদের অতিরিক্ত দায়িত্ব প্রদান ১২.০৯.২০০১ ইং তারিখ এবং জেলার পদের চলতি দায়িত্ব প্রদান ০২.০৩.২০০২ ইং তারিখ)	২০.০৫.২০০৪	২০.০৫.২০১১ (সুপারিনটেনডেন্ট পদের চলতি দায়িত্ব প্রদান ২৩.১১.২০০৮ ইং তারিখ)	২৩.০৯.২০১২
মোঃ বজলুর রশিদ আকন্দ সি.আর.পি. নং-২৮১/২০১৯	সহকারী জেলার পদে যোগদান ০১.১১.১৯৯২ইং তারিখ এবং ডেপুটি জেলার পদে পদোন্নতি ১২.০২.১৯৯৮ ইং তারিখ)	১২.০২.২০০৩ (জেলার পদের চলতি দায়িত্ব প্রদান ০৭.০২.২০০৪ ইং তারিখে)	০২.০৬.২০০৮	০২.০৬.২০১৫ (সুপারিনটেনডেন্ট পদের চলতি দায়িত্ব প্রদান ১৮.০২.২০১৩ ইং তারিখ)	অদ্যাবধি পদোন্নতি প্রাপ্ত হননি
মোঃ নুরুন্নবী ভূইয়া সি.আর.পি. নং-২৮২/২০১৯	০১.০৩.১৯৯০	০১.০৩.১৯৯৫ (জেলার পদের চলতি দায়িত্ব প্রদান২৫.০১.১৯৯৮ ইং তারিখে)	২৪.০৭.২০০২	২৪.০৭.২০০৯ (সুপারিনটেনডেন্ট পদের চলতি দায়িত্ব প্রদান ২৩.১১.২০০৮ ইং তারিখ)	২৬.১২.২০১১

Rules, 1984 এর বিধান অনুযায়ী জেলের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট পদে পদোন্নতির জন্য জেলার হিসাবে চার বছরের চাকরি এবং জেলের সুপারিনটেনডেন্ট পদে পদোন্নতির জন্য ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে তিন বছরের অথবা জেলার হিসাবে সাত বছরের চাকরির অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

২০০৬ সালের বিধিমালা পুনঃপ্রণয়নের মাধ্যমে Rules, 1984 বাতিল করা হয় এবং নতুন বিধিতে সুপারিনটেনডেন্ট পদে পদোন্নতির জন্য জেলের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট হিসাবে ৩ বছরের চাকরি বাধ্যতামূলক করা হয় এবং জেলার পদ থেকে সুপারিনটেনডেন্ট পদে পদোন্নতির সুযোগ বাতিল করা হয়। ১৩.১২.২০১০ এবং ০৭.০৬.২০১১ তারিখে বিধিমালা, ২০০৬ এর অধীনে দুটি গ্রুপকে সরাসরি জেল সুপারিনটেনডেন্টের পদে নিয়োগ করা হয়। কিন্তু Rules, 1984 বাতিল হওয়ায় আবেদনকারীদের পদোন্নতি প্রদান করা হয়নি। ২০০৬ সালের বিধিমালা অসঙ্গতিপূর্ণ মর্মে প্রতীয়মান হওয়ায় বিধিমালা, ২০১১ পুনঃপ্রণয়নের মাধ্যমে ২০০৬ সালের বিধিমালা বাতিল করা হয় এবং আবেদনকারীদের জেলের ডেপুটি

সুপারিনটেনডেন্ট পদে এবং পরবর্তীতে জেল সুপারিনটেনডেন্ট পদে পদোন্নতি দেওয়া হয়, কিন্তু বিলম্বিত পদোন্নতির ফলে আবেদনকারীগণ সরাসরি জেল সুপারিনটেনডেন্ট পদে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের থেকে কনিষ্ঠ হয়ে যান যা তাদের পরবর্তী উচ্চ পদে পদোন্নতির সম্ভাবনায় বিরূপ প্রভাব ফেলে।

এই বিভাগের দুই কর্মকর্তা আবেদনকারীদের মতো Rules, 1984 এর অধীনে নিয়োগপ্রাপ্ত হলেও তাদের ভূতাপেক্ষ পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

এই পরিস্থিতিতে, আবেদনকারীরা Rules, 1984 এর অধীনে তাদের বিলম্বিত পদোন্নতিকে ভূতাপেক্ষ কার্যকরতা দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করেছিল যা প্রত্যাখ্যাত হয়। আবেদনকারীরা বিভাগীয় আপীল দায়ের করেছিলেন যা অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়ে যায় এবং এই কারণে আবেদনকারীরা Rules, 1984 এর অধীনে তাদের বিলম্বিত পদোন্নতিতে ভূতাপেক্ষ কার্যকরতা পেতে অধিকারী মর্মে ঘোষণার প্রার্থনায় পৃথকভাবে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে মামলা (যা পরে এ.টি. কেস হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) দায়ের করেন।

প্রতিবাদী পক্ষরা হাজির হয় এবং লিখিত জবাব দাখিল করে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দাবী করেন যে, Rules, 1984 বাতিল হয়ে বিধিমালা, ২০০৬ পুনঃপ্রণয়ন করায় এবং পুনঃপ্রণয়নকৃত বিধিমালাতে জেলার পদ হতে জেলের সুপারিনটেনডেন্ট পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে অস্পষ্টতা থাকায় আবেদনকারীগণকে জেলের সুপারিনটেনডেন্ট পদে পদোন্নতি প্রদান করা যায়নি। লিখিত জবাবে আরোও দাবী করা হয়েছে যে, সরাসরি নিয়োগ প্রদান করার সময় কর্তৃপক্ষ উক্ত অস্পষ্টতা দূর করার প্রক্রিয়ায় রত ছিল।

পক্ষগণকে শুনানীর পর, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল মামলাটি মঞ্জুর করতঃ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে আবেদনকারীরা যেহেতু Rules, 1984 এর অধীনে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছিল সেহেতু তারা Rules, 1984 এর অধীনে তাদের বিলম্বিত পদোন্নতিতে ভূতাপেক্ষ কার্যকরতা পেতে অধিকারী এবং সেমতে আবেদনকারীদের বিলম্বিত পদোন্নতিকে ভূতাপেক্ষ কার্যকরতা দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করেন।

উক্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়ে, উক্ত প্রতিবাদীগণ আপীলকারী হিসাবে প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করেন এবং সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণও ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করেন। আপীলগুলো শুনানী অন্তে ট্রাইব্যুনাল এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল Rules, 1984 এর ০৫ নং বিধি অনুসরণ না করেই কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং আবেদনকারীরা বাংলাদেশ সরকার ও সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদেরকে তাদের দায়েরী মামলায় পক্ষ করেনি।

উক্ত রায়ের দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়ে আবেদনকারীরা এই বিভাগে পৃথক পৃথক সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল দায়ের করে। সকল আপীলসমূহ একসাথে শুনানী হয়। আবেদনকারীদের বক্তব্য শোনার পর, এই বিভাগ ১৫.০৪.২০১৯ তারিখের আদেশের মাধ্যমে সকল সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীলসমূহ খারিজ করে দেন এবং সেই সূত্রে এ.এ.টি মামলায় প্রদত্ত রায় এবং আদেশগুলি বহাল করেন।

উক্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হয়ে আবেদনকারীগণ উপরে বর্ণিত রিভিউ পিটিশনসমূহ দায়ের করেন।

বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জনাব মুরাদ রেজা, আবেদনকারীদের পক্ষে সকল রিভিউ পিটিশনে উপস্থিত হয়ে শুনানিকালে নিবেদন করেন যে, অত্র বিভাগ সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীলগুলো খারিজ করার সময় এই বিষয়টি বিবেচনায় নেয়নি যে, আবেদনকারীগণ Rules, 1984 এর অধীনে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছে এবং তাদের পদোন্নতি ও জ্যেষ্ঠতা Rules, 1984 এর বিধান অনুসারে নির্ধারিত হবে। তিনি আরোও নিবেদন করেন যে, এখন পর্যন্ত আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি এই যে পরবর্তীতে বিধিমালা পরিবর্তন করা হলেও আবেদনকারীগণ যে বিধিমালার অধীনে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছিলেন তার অধীনে কোন সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পরবর্তীতে প্রণীত পরিবর্তিত বিধিমালা কোন বাঁধা হিসাবে কাজ করবে না। বিজ্ঞ আইনজীবী তার উক্ত নিবেদন এর সমর্থনে ৬৬ ডি.এল.আর (আপীল বিভাগ) ১০৭-এ প্রকাশিত বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেম লিমিটেড বনাম আল মাসুদ-অর-নূর ও অন্যান্য এবং ২১ বি.এল.সি (আপীল বিভাগ) ২১২-এ প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য বনাম সুকমল সিনহা চৌধুরী এবং অন্যান্য মামলসমূহ নজীর হিসাবে উপস্থাপন করেন।

অন্যদিকে, জনাব বদরুল ইসলাম, বিজ্ঞ অ্যাডভোকেট-অন-রেকর্ড প্রতিবাদীপক্ষ, কারা মহাপরিদর্শকের পক্ষে উপস্থিত হয়ে প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের রায় এবং আদেশকে বহাল করে অত্র বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত তর্কিত আদেশ-কে সমর্থন করেন। তিনি নিবেদন করেন যে বিধিমালা, ২০০৬ পুনঃপ্রণয়নের মাধ্যমে Rules, 1984 রহিত হওয়ায় আবেদনকারীরগণ পদোন্নতি পেতে পারে না।

আমরা বিজ্ঞ আইনজীবীদের বক্তব্য শুনলাম। সিভিল রিভিউ পিটিশনগুলো সহ সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল সমূহে থাকা কাগজপত্র / দলিল দস্তাবেজগুলি পর্যালোচনা করলাম।

উপরে বর্ণিত সারণী-২ হতে প্রতীয়মান হয় যে, আবেদনকারীগণ The Officers and Staff (Department of Prisons) Recruitment Rules, 1984 এর অধীনে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়েছে। উক্ত সারণীটি হতে আরো স্পষ্ট যে, Rules, 1984 এর বিধান মোতাবেক ফিডার পদে ০৫ বছর চাকরি করার পর তারা জেলার পদে পদোন্নতির যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। কিন্তু তাদের প্রাপ্যতার তারিখ হতে তাদের জ্যেষ্ঠতা পুনরুদ্ধার না করেই তাদেরকে পরবর্তীতে জেলার পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়।

সেমতে, Rules, 1984 অনুযায়ী সুপারিনটেনডেন্ট পদে পদোন্নতির জন্য জেলের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট হিসাবে ৩ বছরের চাকরি বা জেলার হিসাবে ৭ বছরের চাকরির অভিজ্ঞতা প্রয়োজন। কিন্তু আবেদনকারীরা যদিও Rules, 1984 অনুযায়ী পদোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় মেয়াদ অতিবাহিত করেছিল, তথাপি পরবর্তীকালে তাদের জেল সুপারিনটেনডেন্ট পদের চলতি দায়িত্ব প্রদান করা হয়। প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল আবেদনকারীদের দায়ের করা মামলাসমূহ মঞ্জুর করেন কিন্তু আদালত / ট্রাইব্যুনাল পদোন্নতিতে ভূতাপেক্ষ কার্যকরতা প্রদান করার জন্য কোন নির্দেশ দিতে অধিকারী না হওয়ায় এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে দায়েরী মামলায় বাংলাদেশ সরকার ও সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্তদেরকে পক্ষ না করায় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল রদ-রহিত করেন।

বর্তমানে এটি সুপ্রতিষ্ঠিত যে সময়ের প্রয়োজন অনুসারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যদিও চাকরি বিধিমালা সংশোধন/পরিবর্তন করতে অধিকারী, কিন্তু তা দ্বারা উক্ত নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের একজন কর্মচারীর চাকরিতে যোগদান করার প্রাসঙ্গিক সময়ে বিদ্যমান অধিকার বা সুযোগ-সুবিধার কোন ক্ষতি সাধন করা যাবে না।

৬৬ ডি.এল.আর (আপীল বিভাগ) ১৮৭-এ প্রকাশিত বাখরাবাদ গ্যাস সিস্টেম লিমিটেড বনাম আল মাসুদ-অর-নূর এবং অন্যান্য মামলায় অত্র বিভাগ নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন:

> " সময়ের প্রয়োজন অনুসারে চাকরি বিধিমালা সংশোধন/পরিবর্তন করার সকল অধিকার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের রয়েছে তবে তা দ্বারা এই নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের একজন কর্মচারীর চাকরিতে প্রবেশ করার প্রাসঙ্গিক সময়ে বিদ্যমান অধিকার বা সুযোগ-সুবিধারগুলির কোন ক্ষতিসাধন করা যাবে না। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের তার কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে নতুন নিয়ম প্রণয়নের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব রয়েছে, তবে এটি কোনভাবেই তার কর্মচারীদের, এখানে রিট-পিটিশনকারীদের, অর্জিত/অর্পিত অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। আমরা এটা আরোও স্পষ্ট করে দিচ্ছি যে, নতুন বিধিমালা অনুযায়ী প্রদত্ত অথবা সৃজিত চাকরির নতুন সুযোগ-সুবিধা একজন কর্মচারী অবশ্যই পেতে অধিকারী হবেন, কিন্তু এমন কোন নিয়ম তৈরি করা যাবে না যা তার অসুবিধা বা ক্ষতি সাধন করবে বা তার অর্জিত/অর্পিত অধিকার হতে তাকে বঞ্চিত করবে। নতুন বিধিমালা দ্বারা সংযোজিত পরবর্তী উচ্চ পদে পদোন্নতিসহ নতুন নিয়ম ও শর্তাবলী নতুন বিধিমালা কার্যকর হবার পরে যারা নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন সে সকল কর্মচারীদের প্রতি কার্যকর ও প্রযোজ্য হবে। "

একইভাবে, ২১ বি.এল.সি (আপীল বিভাগ) ২১২-এ প্রকাশিত বাংলাদেশ ব্যাংক এবং অন্যান্যবনাম সুকমল সিনহা চৌধুরী এবং অন্যান্য, মামলায় অত্র বিভাগ নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন:

> "সময়ের প্রয়োজন অনুসারে চাকরি বিধিমালাগুলিকে সংশোধন/পরিবর্তন করার সকল অধিকার কর্তৃপক্ষের রয়েছে এবং সেই হিসাবে, নতুন নিয়ম ও শর্তাবলীসহ পরিপত্র প্রস্তুত করা বেআইনি নয়, কিন্তু উক্ত প্রস্তুতকৃত নতুন নিয়ম ও শর্তাবলী কর্তৃপক্ষের

অধীনে একজন কর্মচারীর চাকরিতে যোগদানকালীন সময়ে বিদ্যমান সুযোগ-সুবিধার কোন ক্ষতি বা অসুবিধা করলে তা প্রযোজ্য হবে না।"

উপরিউক্ত ঘটনা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং উদ্ধৃত রায় সমূহের সিদ্ধান্তের আলোকে বর্ণিত কারণে আমরা রিভিউ পিটিশনগুলো মুঞ্জুর করতে আগ্রহী।

সেমতে, সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং- ৩৬৯২/২০১৮ তৎসহ সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপীল নং- ৩৬৯৩-৩৭০১/২০১৮ এবং ৩৭০৩-৩৭০৪/২০১৮ সমূহে অত্র বিভাগ কর্তৃক প্রচারিত গত ১৫.০৪.২০১৯ ইং তারিখের রায় এবং আদেশ পুনর্বিবেচনা করে রদ-রহিত করা হল। প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের এ. এ. টি. আপীল নং ১৯১, ১০৫, ১৯৩, ১০৪, ১৯২, ১০৬, ১৯৪, ১৭৭, ১৯৯, ১৭৫, ১৯০ এবং ১৭৬/২০১৭ সমূহের সিদ্ধান্ত সমূহ রদ-রহিত করা হল। The Officers and Staff (Department of Prisons) Recruitment Rules, 1984 -এর বিধানের আলোকে আবেদনকারীদের মামলাটি দ্রুত বিবেচনা করার জন্য প্রতিবাদীদেরকে নির্দেশ প্রদান করা হল।

উপরিউক্ত পর্যবেক্ষণ এবং নির্দেশনার আলোকে সকল রিভিউ পিটিশন সমূহ নিষ্পত্তি করা হল।

এই রায়ের একটি অনুলিপি স্বত্বর প্রতিবাদীদের নিকট প্রেরণ করা হক।

প্র.বি.

বি.

বি.

বি.

বি.

বি.